

শাস্ত্র ও গুরু উপদেশকে স্মরণ

সং সঙ্গে স্বর্গবাস ----অসং সঙ্গে সর্বনাশ

“সং সঙ্গে স্বর্গবাস, অসং সঙ্গে সর্বনাশ। ' তাই জীবনকে সুন্দর করতে হলে অসং সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। অসংজনরে সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কখনো ভালো হওয়ার আশা করা যায় না।

গুরুনন্দিদৃষ্টি বৈদিক পন্থায় না চলে -যদিকণে স্বচ্ছাচারিতা ক'রে, ---তাত্বে কটে কোন দনিও সত্যলাভ করছে? সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধন-ভজনে যাদের নষ্টি নাই, তারা বড় বড় সাধন করতে যায় কোন সাহসে? বড় বড় বই প'ড়ে কতকগুলি আধ্যাত্মিক পরিশ্রমের জ্ঞান হলেই হয় না, তাদের নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে গুরুর দেওয়া বৈদিক অনুশাসন। নিজের যদিনিজের ডাক্তারী কর, তবে আবার পৃথক ডাক্তারের প্রয়োজন কি? নিজের অভাব কি?

দৈন্য কি, তা গুরুর কাছে জানাতে হয়, তিনি অবস্থা বুঝে তার ব্যবস্থা করেন, নতুবা নিজের ব্যবস্থা নিজের করতে গেলে পদে-পদে প্রতারিত ও বড়িম্বিত হতে হয়। আমি ততোমাদের বরাবরই ব'লছি, সত্যলাভের দু'টী চরিত্র পন্থা, একটি কঠোর সন্ন্যাসযোগ, অপরটি ব্রহ্মবদ্দি গুরুর সর্বো ও তার দেওয়া বৈদিক উপদেশ অনুসারে চলা। কঠোর সন্ন্যাসযোগের সাধনা বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে কঠিন ব'লে আমি ততোমাদের ব্রহ্মবদ্দি গুরুর সর্বো - সমর্পণ ও তার দেওয়া বৈদিক উপদেশ অনুসারে চলা পন্থাই নির্বাচন ক'রে দিয়েছি। কঠোর সন্ন্যাস এর লক্ষ্য যো "আত্মজ্ঞান-পরমাত্ম জ্ঞান -ব্রহ্মজ্ঞান", তা এই পন্থা দ্বারাই তা ততোমাদের লাভ হবে। এই জন্মে আর অন্য বেশি কৃচ্ছ্র সাধন-ভজনের প্রয়োজন নাই।

“আমার এত আশ্বাস-বাণীতে যাদের প্রাণে সাধন-ভজনের প্রবল পিপাসা জগে উঠবে, তারা অবশ্যই আত্মজ্ঞান-পরমাত্ম জ্ঞান -ব্রহ্মজ্ঞান", লাভ হবে এই জন্মে আর অন্য বেশি কৃচ্ছ্র সাধন-ভজনের প্রয়োজন নাই তাই দরেনা করে বৈদিক অনুশাসনে ও সাধন-ভজনে লগে যাও। ”

উপনিষদে সত্য শব্দটি — “সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”

বদোন্ত বলছেন- " সত্যই দিব্যপথ। সত্যকে জান। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। সত্যই অমৃত।

যারা এখনও ঐশ্বরিক অনুভব করেননি তাদের তাদের সমস্ত খারাপ গুণগুলি পছিনে ফেলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া দরকার।

প্রতিটি মানুষের তার প্রকৃতিগত একটি আধ্যাত্মিক আধার আছে, যার সাহায্যে সাধনা করে সরাসরি সত্ত্বের ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। সেই অবরাম যোগাযোগ ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি প্রদান করে। বৈদিক

অনুশাসনরে দ্বারা নৈতিকি হওয়া এবং নজিরে অন্তরে ঈশ্বররে সন্ধান করা
প্রত্যেকে মৌলিকি প্রবণতা হওয়া উচিত । প্রতিটি ব্যক্তির সেই যোগাযোগের
ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। এটা
জবরদস্তমূলক নয়; বরং এটি নির্দেশমূলক।

অর্থকরী বদ্বিা নয়, যারা পরাবদ্বিা নিয়ে চর্চা করে, তাদের জীবন একটু অন্যরকম।
তাদের জীবন হল আধ্যাত্মিকি জীবন। আধ্যাত্মিকি জীবনে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা পালন
করতে হয়। সেখানে অপর কারারে জন্য দুর্বলতা স্বীকৃত হয় না, তা সম্ভবও নয়।

আধ্যাত্মিকি আত্মজ্ঞানের পথ একটি তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত ক্যুরের পথ। একজন
অভিজ্ঞ ক্রিয়াযোগী সংগুরুর প্রত্যেকে সাধন জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। মহান
ধর্ম এবং অধ্যবসায় দ্বারা একদিনের জন্যও সাধনা ত্যাগ করবেন না। অভিজ্ঞ
ক্রিয়াযোগী সংগুরুরই আপনাকে পথ দেখাবেন তবে সাধন জীবনে আপনাকেই নজিরে পথ
নজিরে চলতে হবে। জীবন সংক্শিপ্ত, যেকোন মুহুর্তে মৃত্যু আপনাকে ছিনিয়ে নতি
পারে, তাই নজিরে সাধনায় গুরুত্ব প্রয়োগ করুন। সাধনার সময় নই বলে অভিযোগ
করবেন না। ঘুম, দীর্ঘ কথা বলা এবং দ্বিস্বপ্ন দেখা কমিয়ে দিন। ব্রহ্ম চিন্তনে
লগে থাকুন ও বাস্তবতার চিন্তা দুনিয়ার চিন্তা দূরে রাখুন। প্রগাঢ় ব্রহ্ম
চিন্তনের দ্বারা আপনি পুরুষ বা নারী, এই অনুভূতি ভুলে যান। "আপনি আজ যা
করতে পারেন তা কখনই আগামীকাল পর্যন্ত স্থগতি করবেন না।"

প্রতিটি মানুষের তার প্রকৃতিগত একটি আধ্যাত্মিকি আধার আছে, যার সাহায্যে
সাধনা করে সরাসরি সে অন্তরে ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। সেই
অবিরাম যোগাযোগ ঈশ্বররে উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি প্রদান করে। বৈদিক
অনুশাসনরে দ্বারা নৈতিকি হওয়া এবং নজিরে অন্তরে ঈশ্বররে সন্ধান করা
প্রত্যেকে মৌলিকি প্রবণতা হওয়া উচিত । প্রতিটি ব্যক্তির সেই যোগাযোগের
ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। এটা
জবরদস্তমূলক নয়; বরং এটি নির্দেশমূলক।

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থনিঃ শ্রেষ্টা গ্রন্থভিযো ধারণিও বরাঃ।

ধারণিযো জ্ঞাননিঃ শ্রেষ্টা জ্ঞানভিযো ব্যবসায়িনিঃ।।”

অর্থাৎ অজ্ঞে অপেক্ষা গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ট। শুধুমাত্র শব্দার্থ পাঠকের চয়ে
শ্রেষ্ট তিনি, যিনি পঠিত বিষয় ধারণা করছেন। তার চয়ে শ্রেষ্ট তিনি যার জ্ঞান
হয়েছে। এবং ঐদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট তিনিই, যিনি জ্ঞানানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান
করছেন।

দ্বিযাং জ্ঞানং যতো দদ্যাং কুর্যাং পাপস্য সংক্শয়ম ।

তস্মাদ্ দীক্ষতে সা প্রোক্তা দশেকিস্তত্ত্বকোবদিঃ ॥

অর্থ্যাৎ "যাতঃ দবিষজ্ঞান দান করে এবং পাপের সংক্ষয় করে ভগবততত্ত্ববদিগণ এজন্যই তাকে দীক্ষা বলতে থাকেন। দবিষজ্ঞান বলতে মন্ত্রের সাক্ষাৎ ভগবত স্বরূপ জ্ঞান এবং সেই ভগবানরে সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান।

শাস্ত্র ও গুরু উপদেশকে স্মরণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মন এবং সমান ও উন্নত উদার দৃষ্টিকোণ দিয়ে নিজের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য মটোন, ভেদ-বচ্ছিন্নতার ধারণাকে নিজের মন-অন্তরে থেকে চরিতরে মুছে ফেলুন এবং সবার সাথে আনন্দে সঙ্গে মিশুন, সকলকে নিষিকাম প্রীতির বন্ধনে দ্বারা অন্তরে আলিঙ্গন করুন, সকলকে ভালোবাসতে শিখুন, সকলের সাথে কথা বলুন, একে অপরের সাহায্যে নিজেরদেরকে বদোন্মত অনুশাসনে উন্নত করুন - একে অপরের সাহায্য করুন, স্ব-শৃংখলাবদ্ধ হোন, চিন্তা, অনুভূতি, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে সরল ও শাস্ত্রসম্মত হোন। কোনো কিছুতে ভয় করবেন না, অপব্যবহার, অলসতা এবং মনের গ্লানিকে ঝেড়ে ফেলুন। ঐশ্বরিক জীবন পরিচালনা করুন। সত্য বা বাস্তবতার সন্ধানকারী হন। বৈদিক অনুশাসন ও ধর্মকে বুঝুন। সত্য ও সজাগ থাকুন। দুঃখ এবং দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠুন। প্রতি সেকেন্ডে স্বাধীনতা, পরিপূর্ণতা এবং চরিত্রের আনন্দে দিকে এগিয়ে যান। আন্তরিক এবং আন্তরিক হন। আপনি নিজেকে ঐশ্বর ও গুরুপার অনুগ্রহের যোগ্য করে তুলুন।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম।
ব্যবসায়াত্মকিা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বধীয়তে॥{৪৪}॥
অর্থ:---

যারা ভোগ ঐশ্বর্য সুখে আসক্ত সেই সমস্ত ববিকে বর্জিত ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থ্যাৎ ভগবানরে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য নির্ধারণিত গুরুর দেওয়া জ্ঞান এবং উপদেশে এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না বা গ্রহণ করে না বা শিক্ষা গ্রহণে অবহেলা করে বা শিক্ষা গ্রহণের নামে অভিনয় করে বা গুরুকে সন্দেহ / রাগ / অভিমান করে সে এই জীবনে কোনো কারণেই আত্মজ্ঞান বা ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত হতে পারবে না। তার অন্য জন্মে এমন আরও একটি সুযোগ পাওয়ার আগে তাকে বেশ কয়েকটি জন্ম অন্তত বহু বাধা-বধি-দুঃখ নিয়ে কাটাতে হবে।

তাই ইহ জীবনে 1 সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে দৃঢ় ভাবে বৈদিক অনুশাসন ও গুরুর দেওয়া জ্ঞান এবং উপদেশকে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত যাতঃ এই জন্মেই -এই দেহেই আত্মজ্ঞান বা ঐশ্বর্য প্রাপ্তি ঘটবে।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক এর ঐশ্বর্যিক নিয়ম ও বিধান এবং ব্যবহার শিক্ষার দ্বারা বোঝা দরকার। এটা আমরা বৈদিক অনুশাসনের মাধ্যমে শিখি। এটা খুবই সহজ, কনিতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ: যে আপনাকে প্রথম ঐশ্বর্যিক নৃশিষ্ট সংগুরুকে খুঁজে বের করতে হবে; তারপর আপনার প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথের উন্নতি শুরু হবে। আমি শুধুমাত্র একটি শাস্ত্রীয় সত্য বর্ণিত করছি: আপনি যদি ঐশ্বর্য বা মুক্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ

করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই একজনরে প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পন ভাবনায়
অনুগত থাকতে হবে যাকে ঈশ্বর আপনাকে মুক্তি বা আত্মজ্ঞান এর লাভের সাহায্য
এর জন্য পাঠিয়েছেন।

শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে বৈদিক অনুশাসনকে সর্বদা বাস্তবিক জীবনে গভীরভাবে
অনুশীলন করে স্মরণ মননকে মনরে মধ্যে - মনকে অন্তরপ্রদর্শনে করলে - তবেই
অন্তরকে সর্বদা গভীর মহা পবিত্র ও দিব্য আনন্দময় উপলব্ধিতে দ্রবীভূত হবে।

সনাতন ধর্মকথা গ্রুপটি বদোন্তরে জ্ঞানকন্ডরে সহজ সরল ব্যখ্যা আলোচনা করার
জন্য তৈরী করা হয়েছে। তাই আত্মজ্ঞান লাভে ছু ব্যাক্তি অতি যত্নে অনুকূল-
প্রতিকূল সব পরিস্থিতিতে দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরন করে থাকেন। যাদের আত্মজ্ঞান ও
অনন্ত জন্ম মৃত্যু এর বন্ধনের মুক্তির থেকে জড় ও অনতিবস্তুর গুরুত্ব বেশী
তাদের শাস্ত্র বধি অনুসারে দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরন এর আবশ্যকতা কথায়? কিন্তু
আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছুক ব্যাক্তিকে অবশ্যই শাস্ত্র উপদেশ অনুসারে ধর্ম পথে
দৃঢ় ভাবে চলা অতি আবশ্যিক। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছুক ব্যাক্তিকে অবশ্যই
শাস্ত্র উপদেশ অনুসারে চলা অতি আবশ্যিক। ধর্মহীন সাধনা অসুরত্ব বৃদ্ধি করে,
আর প্রকৃত ধার্মিক ব্যাক্তির সাধনা ব্রহ্মজ্ঞান - ব্রাহ্মীস্থিতি - মোক্ষদায়ী হয়।
তাই প্রকৃত ধর্ম আচরন না করে সাধনা ব্রহ্মজ্ঞান - ব্রাহ্মীস্থিতি - মোক্ষদায়ী
হয় না। তাই ধর্ম দৃঢ় ভাবে আচরন সর্বপরিস্থিতিতে প্রয়োজন। **ধর্ম একমাএ**

সাধনা-সমাধী-মোক্ষ এর মূল ভূমি

ধর্মহীন ব্যাক্তি যাই সাধনা করুক না কেন তার সাধনা মোক্ষদায়ী কোনো কারনেই
হয় না।

তাই আগে ধর্ম শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহন করে দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরন করে তবেই
নজিকে সাধন-সমাধী-মোক্ষ এর উপযুক্ত তৈরী করা সম্ভব হয়। তাই আমরা এখানে
প্রথম ধর্ম আচরন এর বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

